বহুপুরুষবাদ
(The doctrine of the plurality of selves)

সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষবাদ স্বীকৃত হয়েছে। আত্মা বা পুরুষ এক নয়, বহু। ভিন্ন ভিন্ন জীব দেহে ভিন্ন আত্মা বিরাজমান। আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অনেক। ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা*-র ১৮ নং কারিকায় বহুপুরুষবাদ প্রমাণ করার জন্য ৩টি হেতুর উল্লেখ করেছেন ঃ

"জনন মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব।"

১. জনন, মরণ ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিনিয়ম ব্যবস্থাবশত পুরুষ বহু। প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ও অন্তঃকরণাদি ব্যবস্থিত বা পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও জন্ম বা মৃত্যু হত। একজনের ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিলে অন্যেরও ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে অর্থাৎ একটি পুরুষ সকল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করলে অব্যবস্থা হবে। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, আত্মা এক নয়, বহু।[৪১]

২. সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি যুগপৎ হয় না। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রতি শরীরে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। সকল শরীরে যদি একই আত্মা বা পুরুষ থাকত, তবে কোন একজন সক্রিয় হলে তখন জগতের সকলে সক্রিয় হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একজন যখন কর্মব্যস্ত, তখন অন্য ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন এরূপ দেখা যায়। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য।

৩. সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের আনুপাতিক তারতম্য থেকেও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কারও মধ্যে সত্ত্ব প্রবল, কারও মধ্যে রজঃ প্রবল, আবার কারও মধ্যে তমঃ প্রবল। গুণত্রয়ের এই তারতম্য বহুপুরুষবাদের সাধক। যদি বলা হয় যে, সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজিত, তাহলে দেবাদিদেহে ত্রৈগুণ্য বিপর্যয় বা সত্ত্বাদি গুণের যে তারতম্য দেখা যায়, তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। দেবতাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণের, মানুষের মধ্যে রজোগুণের এবং পশুদের মধ্যে তমোগুণের বাহুল্য আছে। দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষীর আত্মা যদি একই হয়, তাহলে ঐরূপ ভেদ ব্যবহার সম্ভব হয় না। পুরুষ বহুত্ব স্বীকার করলে এরূপ অসুবিধা হয় না। সুতরাং বহুপুরুষবাদ অবশ্য স্বীকার্য।[৪২]

৪১. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৪।
৪২. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৮।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাংখ্যবহুপুরুষবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ড. রাধাকৃষ্ণন বলেন, "জন্ম, মৃত্যু, করণ প্রভৃতি আত্মার কোন ধর্ম নয়, দেহের ধর্ম। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও অবিকারী। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয় নাই। এগুলির পার্থক্য থেকে প্রতীত হয় জীবের বহুত্ব। অহংরূপী জীবের জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং জীব বহু। জীবের বহুত্ব থেকে আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।"[৪৩]

ড. রাধাকৃষ্ণন আরও বলেন, "প্রত্যেক পুরুষই যদি চৈতন্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী হয়, এক পুরুষ থেকে যদি অপর পুরুষের সামান্যতম পার্থক্যও না থাকে, যেহেতু তারা বৈচিত্র্যমুক্ত, তবে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া বহুত্ব অসম্ভব।"[৪৪]

সাংখ্যমতে পুরুষ অনাদি, নিত্য ও বিভু বা সর্বব্যাপী। কিন্তু বহু পুরুষ স্বীকার করলে এক পুরুষের দ্বারা অপর পুরুষ সীমিত হয়ে পড়ে এবং পুরুষকে আর বিভু বলা চলে না। আত্মা সর্বব্যাপী হলে আত্মার বহুত্ব মানা যায় না।

তাই পরবর্তীকালে অদ্বৈতবেদান্তীরা 'আত্মা এক' এই তত্ত্ব স্বীকার করে সাংখ্যমতের ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, আত্মা এক। একই আত্মা দেহাদি উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। উপাধির ভেদের দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির প্রতিনিয়ম ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং বহুপুরুষবাদ স্বীকার্য নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জন্ম শব্দের প্রচলিত অর্থ উৎপত্তি, মৃত্যু শব্দের প্রচলিত অর্থ বিনাশ। কিন্তু পুরুষ যেহেতু নিত্য, সেহেতু সাংখ্যমতে জনন ও মরণ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও বুদ্ধিরূপ জ্ঞান এই সকলের সঙ্গে পুরুষের যে অভিসম্বন্ধ তাকে বুঝতে হবে। অভিসম্বন্ধ অভিমানরূপ সম্বন্ধকে বোঝায়। পুরুষ অসঙ্গ বলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা আরোপিত।[৪৫]

বাচস্পতি মিশ্র বলেন, দেহরূপ উপাধির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বললে হস্ত, স্তন প্রভৃতি উপাধির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বলতে হয়। কিন্তু তা বলা যায় না। উপাধি ভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন—একথাই স্বীকার্য।[৪৬]

৪৩. Indian Philosophy, S. Radhakrishnan, 1927, Vol. II, p. 321.
৪৪. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩২২।
৪৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৮৫।
৪৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৬; ষড়দর্শন ঃ যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃঃ ৮৬।

Scanned with CamScanner